



সূচিপত্র

জাদুর পরিচয় ও সংজ্ঞা	২৩
কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে জাদু	২৭
জাদুর প্রকারভেদ	৬৩
জাদুকরদের জিন হাজির করার পদ্ধতি	৭১
ইসলামি শরিয়তে জাদুর বিধান	৮৩
জাদু নষ্টকরণ ও তার চিকিৎসা	১০১
বিচ্ছেদের জাদু ও তার চিকিৎসা	১০৬
বিচ্ছেদের জাদুর পরিচয়	১০৭
বিচ্ছেদের জাদুর প্রকারভেদ	১০৮
বিচ্ছেদের জাদুর লক্ষণ	১০৮
বিচ্ছেদের জাদু করার পদ্ধতি	১০৯
বিচ্ছেদের জাদুর চিকিৎসা	১০৯
প্রথম ধাপ : মূল চিকিৎসার আগে করণীয়	১০৯
দ্বিতীয় ধাপ : বুকইয়ার মাধ্যমে মূল চিকিৎসা	১১১
তৃতীয় ধাপ : মূল চিকিৎসার পরে করণীয়	১৩৩
বিচ্ছেদের জাদুর কিছু বাস্তব ঘটনা	১৩৫

প্রেমের জাদু ও তার চিকিৎসা	১৪৭
প্রেমের জাদুর লক্ষণসমূহ	১৪৮
প্রেমের জাদু করার পদ্ধতি	১৪৮
প্রেমের জাদুর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া	১৪৯
প্রেমের জাদু করার কারণ	১৫০
প্রেমের জন্য হালাল জাদু	১৫০
প্রেমের জাদুর চিকিৎসা	১৫২
প্রেমের জাদুর বাস্তব ঘটনা	১৫৫
(অলীক) কল্পনার জাদু ও তার চিকিৎসা	১৫৬
কল্পনার জাদুর লক্ষণ	১৫৭
কল্পনার জাদু করার পদ্ধতি	১৫৭
কল্পনার জাদু নষ্টকরণ ও তার চিকিৎসা	১৫৮
কল্পনার জাদু নষ্ট করার বাস্তব ঘটনা	১৫৯
উন্মাদনার জাদু ও তার চিকিৎসা	১৬১
উন্মাদনার জাদুর লক্ষণ	১৬৩
উন্মাদনার জাদু করার পদ্ধতি	১৬৩
উন্মাদনার জাদুর চিকিৎসা	১৬৩
উন্মাদনার জাদুর কিছু বাস্তব ঘটনা	১৬৫
অলসতার জাদু ও তার চিকিৎসা	১৬৮
অলসতার জাদুর লক্ষণ	১৬৮
অলসতার জাদুর পদ্ধতি	১৬৮
অলসতার জাদুর চিকিৎসা	১৬৯
গায়েবি আওয়াজের জাদু ও তার চিকিৎসা	১৭১
গায়েবি আওয়াজের জাদুর লক্ষণ	১৭১
গায়েবি আওয়াজের জাদু করার পদ্ধতি	১৭১
গায়েবি আওয়াজের জাদুর চিকিৎসা	১৭২

অসুস্থতার জাদু ও তার চিকিৎসা	১৭৬
অসুস্থতার জাদুর লক্ষণ	১৭৬
অসুস্থতার জাদু করার পদ্ধতি	১৭৬
আশ্চর্যকর একটি ঘটনা	১৭৮
অসুস্থতার জাদুর চিকিৎসা	১৭৯
অসুস্থতার জাদুর কিছু বাস্তব ঘটনা	১৮২
রক্তক্ষরণের জাদু ও তার চিকিৎসা	১৮৬
রক্তক্ষরণের জাদু করার পদ্ধতি	১৮৬
রক্তক্ষরণের জাদুর বাস্তবতা	১৮৭
রক্তক্ষরণের জাদুর চিকিৎসা	১৮৭
রক্তক্ষরণের জাদুর একটি বাস্তব ঘটনা	১৮৮
বিবাহ বন্ধের জাদু ও তার চিকিৎসা	১৮৯
বিবাহ বন্ধের জাদু করার পদ্ধতি	১৮৯
বিবাহ বন্ধের জাদুর লক্ষণ	১৯০
বিবাহ বন্ধের জাদুর চিকিৎসা	১৯০
বিবাহ বন্ধের জাদুর একটি বাস্তব ঘটনা	১৯৩
জাদুর ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য	১৯৫
জাদুর স্থান অনুসন্ধানে আল্লাহ তাআলার সাহায্য	১৯৬
স্ত্রী-সহবাসে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির চিকিৎসা	১৯৮
স্ত্রী-সহবাসে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির পদ্ধতি	১৯৯
স্বামী-সহবাসে স্ত্রীর প্রতিবন্ধকতাসমূহ	২০০
প্রতিবন্ধকতার কয়েকটি চিকিৎসাপদ্ধতি	২০২
স্ত্রী-সহবাসে প্রতিবন্ধকতা, যৌন অক্ষমতা ও যৌন দুর্বলতার পার্থক্য	২১০
এসব রোগের চিকিৎসা ও প্রতিকার	২১১
বন্ধ্যাত্বের কিছু প্রকারের চিকিৎসা	২১২
দ্রুত বীর্যপাতের চিকিৎসা	২১৫

নবদম্পতির সুরক্ষাব্যবস্থাসমূহ	২১৮
সুরক্ষাব্যবস্থাসমূহ	২২০
স্ত্রী-সহবাসে প্রতিবন্ধকতার জাদু নষ্টের বাস্তব ঘটনা	২৩৮
বদনজরের চিকিৎসা	২৪০
বদনজরের অস্তিত্বের প্রমাণ	২৪০
বদনজরের বাস্তবতা নিয়ে আলিমগণের মতামত	২৪৮
বদনজর ও হিংসার মাঝে পার্থক্য	২৫১
মানুষের প্রতি জিনের বদনজর	২৫৫
বদনজরের চিকিৎসা	২৫৬
বদনজরের চিকিৎসার কিছু বাস্তব ঘটনা	২৬৩
এক নজরে বুকইয়ার আয়াতসমূহ	২৬৬
আয়াতুল হারক ও আয়াতুল আযাব	২৭৪
গ্রন্থপঞ্জি	২৮৪





বিচ্ছেদের জাদু ও তার চিকিৎসা

আল্লাহ তাআলা সুরা বাকারায় বলেন—

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمٍ ؕ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ وَلَكِنَّ
الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ؕ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ
هَارُوتَ وَМАRُوتَ ؕ وَمَا يُعَلِّمَنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ
فَلَا تَكْفُرْ ؕ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ؕ وَمَا
هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ؕ وَيتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا
يَنْفَعُهُمْ ؕ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ؕ وَلِ
لَبِئْسَ مَا شَرُّوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ؕ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾

আর সুলাইমানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা (জাদুমন্ত্র) আবৃত্তি করত, তারা (ইহুদিরা) তা অনুসরণ করেছে। আর সুলাইমান (কখনো জাদুমন্ত্রের মাধ্যমে) কুফরি করেনি, বরং শয়তানরাই (জাদু শিখে ও শিখিয়ে) কুফরি করেছিল। তারা মানুষকে জাদু ও এমন সব বিষয় শিক্ষা দিত, যা বাবেল শহরে হারুত ও মারুত ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি নায়িল করা হয়েছিল। তারা উভয়েই কাউকে এ কথা না বলে (জাদুবিদ্যা) শিক্ষা দিত না যে, ‘আমরা (তোমার জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে) স্রেফ পরীক্ষা; কাজেই তুমি কুফরি করো না।’ এতৎসত্ত্বেও তারা ফেরেশতাদ্বয়ের কাছ থেকে এমন জিনিস শিখত, যার মাধ্যমে তারা স্বামী-স্ত্রীর

মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাত। কিন্তু আল্লাহ তাআলার অনুমতি ব্যতীত তারা তা দ্বারা কারও ক্ষতি করতে পারত না। বস্তুত তারা (তাদের কাছ থেকে) তা-ই শিখত, যা তাদের ক্ষতিসাধন করত এবং কোনো উপকারে আসত না। আর তারা নিশ্চিতভাবেই জানত, যে ব্যক্তি তা ক্রয় করবে, (অর্থাৎ জাদুবিদ্যা শিখবে এবং তার আশ্রয় গ্রহণ করবে,) তার জন্য আখিরাতে (ক্ষমা ও জন্মাতের) কোনো অংশ নেই। আর যার বিনিময়ে তারা নিজেদেরকে বিক্রি করেছে, তা কতই-না মন্দ, যদি তারা জানত! [১]

জাবির রায়িয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ إِبْلِيسَ يَضْعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنَزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً ، يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ : فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا ، فَيَقُولُ : مَا صَنَعْتَ شَيْئًا ، قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ : مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : فَيَذْنِبُهُ مِنْهُ وَيَقُولُ : نَعَمْ أَنْتَ قَالَ الْأَعْمَشُ : أَرَاهُ قَالَ : فَيَلْتَزِمُهُ

নিশ্চয় ইবলিস (সাগরের) পানির ওপর তার সিংহাসন স্থাপন করে। অতঃপর (মানুষের মাঝে ফিতনা সৃষ্টি করার জন্য বিভিন্ন দিকে) তার বাহিনী প্রেরণ করে। তাদের মধ্যে তার সবচেয়ে নৈকট্যশীল হয় ওই শয়তান, যে সর্বোচ্চ ফিতনা সৃষ্টি করতে পারে। তাদের একজন এসে বলে, আমি অমুক অমুক (ফিতনা তৈরির) কাজ করেছি। তখন ইবলিস বলে, তুমি (উল্লেখযোগ্য তেমন) কিছুই করোনি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর অন্যজন এসে বলে, আমি অমুকের পেছনে একটানা লেগে ছিলাম। এমনকি আমি তার ও তার স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছি। তখন ইবলিস তাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে, তুমি কতই-না ভালো! বর্ণনাকারী আমাশ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমার মনে হয়, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (বর্ণনার শেষে এটাও) বলেছেন, অতঃপর শয়তান তার সাথে আলিঙ্গন করে। [২]

বিচ্ছেদের জাদুর পরিচয়

এটা এমন জাদু, যা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে কিংবা দুই বন্ধু বা দুই

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ১০২

[২] সহিহ মুসলিম : ২৮১৩, প্রকাশনী : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিইয়ি, বৈরুত; মুসনাদু আহমাদ : ১৪৩৭৭, প্রকাশনী : মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত।

অংশীদারের মাঝে ঘৃণা-বিদ্বেষ তৈরির জন্য করা হয়।

বিচ্ছেদের জাদুর প্রকারভেদ

১. সন্তানের সাথে মায়ের বিচ্ছেদ।
২. সন্তানের সাথে পিতার বিচ্ছেদ।
৩. ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের বিচ্ছেদ।
৪. বন্ধুর সাথে বন্ধুর বিচ্ছেদ।
৫. ব্যবসায়িক বা অন্য কোনো অংশীদারের সাথে বিচ্ছেদ।
৬. স্বামীর সাথে স্ত্রীর বিচ্ছেদ।

উল্লিখিত ষষ্ঠ প্রকারটিই সবচেয়ে ক্ষতিকর এবং সর্বাধিক প্রচলিত।

বিচ্ছেদের জাদুর লক্ষণ

১. অবস্থার আকস্মিক পরিবর্তন হয়ে ভালোবাসা বিদ্বেষে রূপ নেওয়া।
২. পরস্পরের মাঝে প্রচুর সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হওয়া।
৩. (একজন অপরজনের) ওজর-আপত্তি তালাশ না করা।
৪. বিরোধের কারণ সামান্য হলেও সেটাকে বড় করে দেখা।
৫. স্ত্রীর চোখে স্বামীর রূপের পরিবর্তন এবং স্বামীর চোখে স্ত্রীর রূপের পরিবর্তন। এক্ষেত্রে স্ত্রী বাস্তবে সেরা সুন্দরীদের একজন হলেও স্বামী তাকে কুৎসিত রূপে দেখতে পায়। এখানে মূল রহস্য হলো, জাদুর দায়িত্বে নিয়োজিত শয়তানটাই স্ত্রীর চেহারায়ে কুৎসিত রূপ ফুটিয়ে তোলে। অনুরূপ (শয়তানের এমন জঘন্য কর্মকাণ্ডের কারণে) স্ত্রীও তার স্বামীকে ভয়ংকর ও ভীতিজাগানিয়া রূপে দেখতে পায়।
৬. জাদুগ্রস্ত ব্যক্তি তার সঙ্গীর প্রতিটি কাজকে অপছন্দ করা।
৭. জাদুগ্রস্ত ব্যক্তি তার সঙ্গীর বসবাসের স্থানকে অপছন্দ করা। সুতরাং আপনি দেখতে পাবেন, স্বামী ঘরের বাইরে খুবই ভালো অবস্থায় ও প্রশস্ত হৃদয়ে থাকে। কিন্তু ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই তার মন সংকীর্ণ ও বিষণ্ণ হয়ে পড়ে।

ইমাম ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, জাদু দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ হওয়ার মূল রহস্য হলো, (জাদুর প্রভাবে) স্বামী বা স্ত্রী দুজনের কাছেই অপরজনকে কদাকার, দুশ্চরিত্র বা এ জাতীয় মন্দ কোনো কিছু মনে হয়, যা (স্বাভাবিকভাবে) বিচ্ছেদের কারণ হিসেবে স্বীকৃত।^[১]

বিচ্ছেদের জাদু করার পদ্ধতি

কারও ওপর জাদু করার ব্যাপারে আগ্রহী ব্যক্তি জাদুকরের কাছে আবেদন জানায়, সে যেন অমুক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ করে দেয়। তখন জাদুকর তার কাছে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নাম ও তার মায়ের নাম জিজ্ঞেস করে। এরপর (জাদু করার জন্য) উদ্দিষ্ট ব্যক্তির চুল, জামা, টুপি বা তার ব্যবহৃত কোনো বস্তু তালাশ করে। যদি সে এগুলো সংগ্রহ করে দিতে না পারে, তাহলে জাদুকর সেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কিছু পানির ওপর বিশেষ জাদুমন্ত্র পাঠ করে এবং তা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির চলার পথে ঢেলে দিতে আদেশ করে। অতঃপর উদ্দিষ্ট ব্যক্তি যখনই সে পানি ঢালার জায়গা দিয়ে হেঁটে যায়, তৎক্ষণাৎ সে জাদুতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। আবার জাদুকর কখনো সে পানি উদ্দিষ্ট ব্যক্তির খাবার বা পানীয়তে মেশানোর জন্য আদেশ করে থাকে। (সুতরাং উক্ত খাবার বা পানীয় খেলেই সে জাদুতে আক্রান্ত হয়ে যায়।)

বিচ্ছেদের জাদুর চিকিৎসা

এ ধরনের জাদুর চিকিৎসা মোট তিনটি ধাপে সম্পন্ন করতে হয়। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো—

প্রথম ধাপ : মূল চিকিৎসার আগে করণীয়

১. বিশুদ্ধ ঈমানি পরিবেশ ও পরিস্থিতি তৈরি করা। সুতরাং যে ঘরে চিকিৎসা করা হবে, সেখানে ছবি বা প্রতিকৃতি থাকলে সেগুলো সব সরিয়ে ফেলতে হবে। যেন সেখানে রহমতের ফেরেশতারা প্রবেশ করতে পারে।

২. অসুস্থ ব্যক্তির শরীরে (জাদুকর বা কবিরাজদের দেওয়া) তাবিজ-কবচ-মাদুলি ইত্যাদি থাকলে সেগুলো খুলে আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া।

[১] তাফসিরু ইবনি কাসির, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৪৯, প্রকাশনী : দাবুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।

৩. চিকিৎসার স্থানকে সব ধরনের গান-বাজনা ও মিউজিক মুক্ত করা।
৪. চিকিৎসার স্থানকে সব ধরনের শরিয়া পরিপন্থি কাজ থেকে পবিত্র করা। যেমন : পুরুষদের সূর্যের কোনো জিনিস পরিধান করা, পর্দাহীন অবস্থায় ঘর থেকে নারীদের বের হওয়া, কিংবা বিড়ি-সিগারেট খাওয়া ইত্যাদি পরিহার করা।
৫. রোগী ও তার পরিবারকে বিশুদ্ধ আকিদা শিক্ষা দেওয়া। এই শিক্ষাদানের মাধ্যমে তাদের दिलের সম্পর্ক আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য সবকিছু থেকে একেবারে উপড়ে ফেলতে হবে।
৬. রোগীর রোগ নির্ণয়ের জন্য রোগীকে কিছু প্রশ্ন করা, যেন জাদুর সকল বা অধিকাংশ লক্ষণ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। প্রশ্নগুলো হলো—
 - » তুমি কি কখনো তোমার স্ত্রীকে কুৎসিত রূপে দেখতে পাও?
 - » তোমাদের মাঝে কি তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে ঝগড়া-বিবাদ হয়?
 - » তুমি কি ঘরের বাইরে গেলে প্রফুল্ল এবং ঘরে এলে বিষণ্ণ থাকো?
 - » সহবাস করার সময় তোমরা কেউ কি বিরক্তিবোধ করো?
 - » তোমাদের কেউ কি ঘুমের মধ্যে অস্থিরতা অনুভব করো কিংবা বিরক্তিকর ও কষ্টদায়ক স্বপ্ন দেখো?
- এভাবে ধারাবাহিক প্রশ্ন করে যেতে হবে। যদি রোগীর মধ্যে দুই বা ততোধিক লক্ষণ পাওয়া যায়, তাহলে তার (জাদুর) চিকিৎসা করতে হবে।
৭. চিকিৎসার পূর্বে ওজু করা এবং সজ্জীদেরকেও ওজু করতে বলা।
৮. রোগী যদি নারী হয়, তাহলে ততক্ষণ পর্যন্ত তার চিকিৎসা করা যাবে না, যতক্ষণ না সে শালীনতা প্রদর্শন করে বড় চাদরে নিজে ঢেকে নেয়, যেন চিকিৎসাকালীন (নড়াচড়ার কারণে) তার শরীর উন্মুক্ত না হয়ে পড়ে।
৯. এমন নারীরও চিকিৎসা করা যাবে না, যে শরিয়া পরিপন্থি কাজে জড়িত থাকে। যেমন : চেহারা খোলা রাখা, (পরপুরুষের সামনে) সুগন্ধি ব্যবহার করা কিংবা কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করে নখে না-জায়িয় (প্রসাধনী জাতীয়) কিছু ব্যবহার করা।
১০. নারী রোগীর মাহরামের উপস্থিতি ছাড়া তার চিকিৎসা করা যাবে না।

১১. নারী রোগীর মাহরাম ছাড়া ঘরে অন্য কোনো পুরুষকে রাখা যাবে না।

১২. ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ) ‘আল্লাহ তাআলার সাহায্য ছাড়া গুনাহ পরিহার করার কোনো সামর্থ্য এবং সংকর্ম করার কোনো শক্তি নেই’) পাঠ করে আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চেয়ে চিকিৎসা শুরু করতে হবে।

দ্বিতীয় ধাপ : বুকইয়ার মাধ্যমে মূল চিকিৎসা

রোগীর মাথায় হাত রেখে^[১] তার সামনে বা পাশে বসে ধীরে ধীরে নিম্নোক্ত দুআ ও আয়াতগুলো পাঠ করে বুকইয়া^[২] করতে হবে—

১. প্রথমে পাঠ করবে—

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، مِنْ هَمِّهِ وَنَفْسِهِ وَنَفَقِهِ

‘আমি (সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী) আল্লাহ তাআলার কাছে বিতাড়িত শয়তান এবং তার কুমন্ত্রণা, তার ঝাড়ফুক ও তার জাদুমন্ত্র থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।’^[৩]

[১] রাকি (ঝাড়ফুককারী) যদি পুরুষ হয়, আর রোগী গায়রে মাহরাম কোনো নারী হয়ে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে পর্দাসহ যাবতীয় বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সুতরাং এক্ষেত্রে নারী রোগীর মাথার ওপর প্রথমে মোটা কাপড় বা ভারী কোনো পর্দা দিয়ে নিতে হবে, যেন শরীরের উন্মত্ততা বাইরে থেকে অনুভব করা না যায়। দ্বিতীয়ত, রোগীর মাথার ওপর মাহরাম পুরুষের হাত রাখবে, আর তার হাতের ওপর ঝাড়ফুককারীর হাত রাখবে। তৃতীয়ত, ঝাড়ফুককারী নারী রোগীর কাছ থেকে যথাসম্ভব দূরে বসার চেষ্টা করবে, কোনোভাবেই ঘনিষ্ঠ হয়ে বসার চেষ্টা করবে না। চতুর্থত, ফিতনা থেকে বাঁচতে সম্ভব হলে রোগী ও ঝাড়ফুককারীর মাঝে একটি ভারী পর্দা ঝুলিয়ে দেবে। এসব ব্যাপারে যেমন ঝাড়ফুককারীকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, তেমনি রোগী ও তার অভিভাবকদেরও সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় থাকতে হবে, যেন কোনোভাবেই শরীয়া পরিপন্থি কোনো কাজ না হয়।—অনুবাদক

[২] এখানে বুকইয়ার জন্য মোট চৌদ্দটি সুরার বিশটি স্থান থেকে অনেকগুলো আয়াতকে একসাথে জমা করা হয়েছে। তাই গুরুত্বপূর্ণ এ বুকইয়াটির কথা ভালোভাবে স্মরণ রাখতে হবে। কেননা, সামনে আমি অনেকবার এ বুকইয়াটির কথা উল্লেখ করে রেফারেন্স দেবো।—গ্রন্থকার

[৩] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দুআটি সাধারণত রাতের নফল বা তাহাজ্জুদের সালাতে পাঠ করতেন। [দেখুন, *সুনানু আবু দাউদ* : ৭৭৫, প্রকাশনী : আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বৈরুত; *সুনানু তিরমিযি* : ২৪২, প্রকাশনী : শিরকাতু মাকতাবাতি ওয়া মাতবাআতি মুস্তাফা, মিশর; *মুসনাদু আহমাদ* : ১১৪৭৩, প্রকাশনী : মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত; *সুনানু দারিমি* : ১২৭৫, প্রকাশনী : দারুল মুগনি, রিয়াদ; হাদিসটি হাসান।]—অনুবাদক



বিচ্ছেদের জাদুর কিছু বাস্তব ঘটনা

প্রথম ঘটনা : শাকওয়ান নামক জিনের ইসলাম গ্রহণ

জৈনিক মহিলা তার স্বামীকে প্রচণ্ড ঘৃণা করত। (জিজ্ঞাসার পর দেখা গেল,) তার মধ্যে জাদুর সমস্ত লক্ষণ সুস্পষ্ট ও পূর্ণমাত্রায় রয়েছে। যে কারণে সে তার স্বামীর ঘরে থাকতে বিরক্তিবোধ করে। এমনকি তার সাথে থাকতেও তার অসুস্থিবোধ হয়। কারণ, সে প্রতিবারই তার স্বামীকে কুৎসিত ও ভয়ংকর হিংস্র জানোয়ারের রূপে দেখতে পায়।

একদিন মহিলার স্বামী বুকইয়া করার জন্য তাকে এক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে এল। যিনি কুরআন দ্বারা (বুকইয়া তথা ঝাড়ফুঁকের) চিকিৎসা করেন। সেখানে নেওয়ার পর মহিলার ওপর ভরকারী জিন জানাল, সে জাদুর কারণে মহিলাটির কাছে এসেছে। তার দায়িত্ব হলো, এই মহিলা ও তার স্বামীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো। তারপর চিকিৎসক তাকে প্রচণ্ড প্রহারের পরও (মহিলাটিকে ছেড়ে যাওয়ার ব্যাপারে) জিন তার অনুরোধে সাড়া দিলো না। এরপর স্বামী বেচারী তার স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য এ (অনভিজ্ঞ) চিকিৎসকের কাছে এক মাস পর্যন্ত বারংবার যাওয়া-আসা করল। (দীর্ঘ সময় ধরে বুকইয়া করার পর) অবশেষে জিন (জাদুগ্রস্ত মহিলাকে ছেড়ে দেওয়ার শর্ত হিসেবে) দাবি করল, মহিলার স্বামী যেন তার স্ত্রীকে এক তালাক হলেও প্রদান করে। আফসোসের ব্যাপার হলো, স্বামী তার সে (অন্যায়্য) দাবি মেনে নিয়ে স্ত্রীকে এক তালাক দিয়ে আবার তালাক প্রত্যাহার করে (পুনরায় তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে) নিল। এতে স্ত্রী এক সপ্তাহের জন্য সুস্থ হলেও এক সপ্তাহ পর সেই জিন আবারও তার শরীরে ফিরে আসে। এবার তার স্বামী (আগের

চিকিৎসকের কাছে না গিয়ে) আমার কাছে এলে আমি মহিলাটির ওপর (কুরআনের আয়াত পড়ে) রুকইয়া করলে সে ভূপাতিত হয়। এরপর জিনের সাথে আমার যে কথোপকথন হয়, সে বিবরণ আমি এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরছি—

আমি : তোমার নাম কী?

জিন : শাকওয়ান।

আমি : তোমার ধর্ম কী?

জিন : খ্রিস্টান।

আমি : তুমি এ মহিলার শরীরে কেন প্রবেশ করেছ?

জিন : তার স্বামীর সাথে তার বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্য।

আমি : তোমার সামনে আমি একটি প্রস্তাব পেশ করছি, যদি তুমি তা গ্রহণ করো, তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ। আর না হয় তা প্রত্যাখ্যান করার সুযোগও তোমার আছে।

জিন : আপনি নিজেই শুধু শুধু কষ্ট দেবেন না। আমি এ মহিলার শরীর থেকে কিছুতেই বের হব না। সে অমুক অমুক চিকিৎসকের কাছে গিয়েছিল। (তারা আমার কিছুই করতে পারেনি।)

আমি : তোমাকে তো আমি বের হতে বলিনি।

জিন : তাহলে আপনি কী চান?

আমি : আমি তোমাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিচ্ছি। তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ করো, তাহলে আলহামদুলিল্লাহ। আর যদি তা প্রত্যাখ্যান করো, তাহলে জেনে রেখো, ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আমাদের দ্বীনে কোনো ধরনের বলপ্রয়োগ বা বাধ্যবাধকতা নেই।

অতঃপর আমি তার সামনে ইসলাম পেশ করলাম। অনেক তর্কবিতর্ক ও বাদানুবাদের পর সে (ইসলামের সত্যতা বুঝতে পেরে) ইসলাম গ্রহণ করল। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য।

আমি : তুমি সত্যি সত্যিই ইসলাম গ্রহণ করেছ, না কি আমাদের ধোঁকা দিচ্ছ?

জিন : আপনি আমাকে কোনো কিছু করতে বাধ্য করতে পারবেন না। আমি স্বেচ্ছায় অন্তর থেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছি। তবে...

আমি : তবে আবার কী?

জিন : আমার সামনে এ মুহূর্তে খ্রিস্টান জিনদের বিশাল একটি দল দেখতে পাচ্ছি। তারা আমাকে বিভিন্নভাবে হুমকি দিচ্ছে। আমার আশঙ্কা, তারা আমাকে হত্যা করে ফেলবে।

আমি : এসব (হুমকি-ধমকি তো) খুবই সাধারণ ব্যাপার! যদি এটা প্রতীয়মান হয়, তুমি অন্তর থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছ, তাহলে আমি তোমাকে এমন একটি শক্তিশালী অস্ত্র দেবো, যার ভয়ে (এসব আক্রমণকারী) জিনদের কেউ তোমার আশপাশেও ভিড়তে পারবে না।

জিন : এক্ষুনি দিন আমাকে সে অস্ত্রটি।

আমি : না, বৈঠক শেষ হওয়ার আগে তোমাকে তা দেবো না।

জিন : ইসলাম গ্রহণের পর আবার আপনি কী চান?

আমি : তুমি যদি প্রকৃত অর্থেই ইসলাম গ্রহণ করে থাকো, তাহলে তোমার পরিপূর্ণ তাওবার দাবি হলো, তুমি জুলুম করা থেকে পুরোপুরি বিরত থাকবে এবং এই মহিলার শরীর থেকে বের হয়ে যাবে।

জিন : হ্যাঁ, আমি সত্যিকারার্থেই ইসলাম গ্রহণ করেছি। (আমি মহিলাটির শরীর থেকে বের তো হব।) কিন্তু জাদুকরের হাত থেকে কীভাবে নিষ্কৃতি পাব?

আমি : যদি তুমি আমাদের কথা মেনে চলো, তবে এটা একেবারে সহজ।

জিন : হ্যাঁ, অবশ্যই মানব।

আমি : তাহলে এখন বলো, জাদুর জিনিস কোথায় আছে?

জিন : মহিলাটি যে বাড়িতে বসবাস করে, সে বাড়ির আঙিনায়। তবে আমি নির্দিষ্ট করে জাদুর স্থানটির কথা বলতে পারব না। কেননা, সেখানে জাদুর জিনিস রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে আরেকজন জিন আছে। জাদুর স্থানের কথা ফাঁস হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে তা ওখান থেকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলে।

আমি : তুমি কত বছর ধরে এ জাদুকরের সাথে কাজ করছ?

জিন : দশ বা বিশ বছর যাবৎ। (এ সংশয়টি গ্রন্থকারের নিজের। জিন মূলত দশ বা বিশ যেকোনো একটি সংখ্যা বলেছিল, কিন্তু সেটি পুরোপুরি তার মনে নেই।) ইতোপূর্বে আমি আরও তিনজন মহিলার মধ্যে প্রবেশ করেছি।

এরপর সে আমাদেরকে সেই তিনজন মহিলার ঘটনা শোনালা। সব শুনে আমার কাছে জিনটির নিষ্ঠা ও সত্যতা পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে যায়।

আমি : এবার যে অস্ত্রের ওয়াদা আমি তোমাকে দিয়েছিলাম, তা নাও।

জিন : সেটি কী?

আমি : সেটি হলো আয়াতুল কুরসি। কোনো জিন (আক্রমণের উদ্দেশ্যে) তোমার কাছে আসতে চাইলেই তুমি এটি পড়বে। এতে সে তোমার সামনে থেকে দৌড়ে পালিয়ে যাবে। তোমার কি এটা মুখস্থ আছে?

জিন : হ্যাঁ, এই মহিলা অধিক পরিমাণে আয়াতুল কুরসি পড়ত, যার কারণে শুনতে শুনতে এটি আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। কিন্তু (মূল ব্যাপারে হলো) এখন জাদুকরের হাত থেকে আমি কীভাবে মুক্তি পাব?

আমি : তুমি এখন এ মহিলার শরীর থেকে বের হয়ে সোজা মক্কায় চলে যাবে। সেখানে গিয়ে মুমিন জিনদের সাথে মিলে হারাম শরিফে বসবাস করবে।

জিন : কিন্তু আমি যে এতদিন ধরে অপরাধ আর গুনাহ করেছি, আল্লাহ তাআলা কি আমার তাওবা কবুল করবেন? আমি এ মহিলাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি এবং ইতোপূর্বে যেসব মহিলার শরীরে প্রবেশ করেছিলাম, তাদেরকেও অনেক কষ্ট দিয়েছি।

আমি : অবশ্যই আল্লাহ তাআলা কবুল করবেন। তিনি বলেন—

قُلْ يٰٓعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۚ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٧﴾

‘(হে নবি,) আপনি (আমার এ ঘোষণার কথা) বলে দিন, হে আমার বান্দাগণ, তোমরা যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমশীল, অত্যন্ত দয়ালু।’^[১]

এ কথা শুনে জিনটি কান্না করে দিলো। অতঃপর (উপস্থিত স্বামীসহ আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে) বলল, আমি এ মহিলার শরীর থেকে বের হয়ে গেলে আপনারা তার

কাছে (আমার পক্ষ থেকে) অনুরোধ করবেন, সে যেন আমাকে ক্ষমা করে দেয়।

জিনটি (মহিলাকে চিরতরে ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে) অঙ্গীকার করে বের হয়ে চলে গেল। এরপর আমি পানির ওপর কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে মহিলার স্বামীকে নির্দেশ দিলাম—সে যেন বাড়ির আঙিনায় এই পড়া পানি ছিটিয়ে দেয়। এ ঘটনার দীর্ঘকাল পর সেই স্বামী একদিন আমাকে বার্তা পাঠাল, মহিলাটি ভালো ও সুস্থ আছে। সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহ তাআলার জন্য। এতে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই। সকল কিছু তাঁর পক্ষ থেকেই হয়েছে।

দ্বিতীয় ঘটনা : বালিশে জাদুর জিনিস রেখে ধোঁকা দেওয়া

একদিন এক মহিলার স্বামী এসে আমাকে (তার স্ত্রীর ব্যাপারে অভিযোগ জানিয়ে) বলল, আমাদের বিবাহের পর থেকেই তার সাথে আমার প্রচণ্ড বিরোধ ও তর্কবিতর্ক চলে আসছে। আমাকে যেন সে একেবারেই পছন্দ করে না; এমনকি আমার একটা কথাও সে সহ্য করতে পারে না। এখন বিচ্ছেদ চায়। আমার অনুপস্থিতিতে সে ঘরে আনন্দিত ও প্রফুল্ল অবস্থায় থাকে, কিন্তু আমি ঘরে এলেই প্রচণ্ডভাবে রেগে যায়। রাগে তার পুরো শরীরে যেন আগুন জ্বলতে থাকে।

অতঃপর আমি তাকে বুকইয়ার আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো মাত্রই তার শরীর অবশ হয়ে এল। সে বুকে চাপ এবং মাথায় ব্যথা অনুভব করতে শুরু করল। কিন্তু ভূপাতিত বা ফিট হয়ে পড়ল না। তখন আমি তাকে কুরআন থেকে কিছু সূরা রেকর্ড করা একটি অডিও টেপ দিয়ে বললাম, সে যেন টানা পঁয়তাল্লিশ দিন পর্যন্ত গভীর মনোযোগ সহকারে এটি শোনে। এরপর আবার সাক্ষাৎ করতে আসে। পঁয়তাল্লিশ দিন পর তার স্বামী আমার কাছে এসে জানাল, একটি আশ্চর্যকর ঘটনা ঘটেছে।

আমি বললাম, ভালো কিছু হোক! কী ঘটনা?

সে বলল, পঁয়তাল্লিশ দিন পার হওয়ার পর আমরা যখন আপনার কাছে আসার জন্য প্রস্তুত হলাম, তখন হঠাৎ করেই আমার স্ত্রী ফিট হয়ে পড়ে গেল এবং তার জবানে জিন কথা বলে উঠল। সে আমাকে অনুরোধ করল, আমি তোমাদেরকে (জাদুর বিষয়ে) সবকিছু জানিয়ে দেবো। তবে শর্ত হলো, তোমরা আমাকে শাইখের (আমি গ্রন্থকারের) কাছে নিয়ে য়েয়ো না। আমি জাদুর কারণে তার শরীরে প্রবেশ করেছি। তোমরা যদি আমার সত্যতা জানতে চাও, তাহলে এই বালিশটি নিয়ে এসো। এটা বলে কক্ষে থাকা একটি বালিশের দিকে সে ইঙ্গিত করল। তারপর বলল, তোমরা বালিশটি খুলে দেখো, সেটার ভেতরে জাদুর জিনিস খুঁজে পাবে। তারা তৎক্ষণাৎ বালিশটি খুলে সেটার ভেতরে কিছু কাগজের টুকরো এবং তাতে



প্রেমের জাদু ও তার চিকিৎসা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ الرُّقَى، وَالتَّمَائِمَ، وَالتَّوَلَةَ شِرْكٌ

‘(শয়তানদের নাম নিয়ে) ঝাড়ফুক, (বদনজর থেকে বাঁচার) তাবিজ ও (প্রেম-ভালোবাসা সৃষ্টির) জাদুমন্ত্র শিরকের অন্তর্ভুক্ত।’^[১]

ইমাম ইবনুল আসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদিসে বর্ণিত الرُّقَى শব্দটি উচ্চারণের ক্ষেত্রে تاء (তা) অক্ষরে যের এবং واو (ওয়াও) অক্ষরে যবর হবে। এটি হলো জাদু ইত্যাদির মাধ্যমে বানানো এমন তাবিজ, যা স্ত্রীর মনে তার স্বামীর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটিকে শিরকের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন এ কারণে, (জাহিলি যুগে) লোকেরা বিশ্বাস করত, এটি (সরাসরি নিজে নিজেই) প্রতিক্রিয়া করে এবং আল্লাহ তাআলার তাকদিরের বিপরীতে (নারী-পুরুষের মাঝে ভালোবাসা তৈরির) কাজ করে।^[২]

এখানে এটি জানিয়ে দেওয়া ভালো মনে করছি যে, উপর্যুক্ত হাদিসে বুকইয়া বা ঝাড়ফুক দ্বারা উদ্দেশ্য এমন ঝাড়ফুক, যা জিন, শয়তান ও শিরকি কার্যক্রমের

[১] সুনানু আবি দাউদ : ৩৮৮৩, প্রকাশনী : আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বৈরুত; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৫৩০, প্রকাশনী : দারু ইহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়া, কায়রো; হাদিসটি সহিহ।

[২] আন-নিহায়া ফি গারিবিল হাদিসি ওয়াল আসার, ইবনুল আসির আল-জাযারি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২০০, প্রকাশনী : আল-মাকতাবাতুল ইলমিহিয়া, বৈরুত।

সাহায্যে করা হয়। তবে যে ঝাড়ফুক কুরআনের আয়াত কিংবা হাদিসে বর্ণিত বিভিন্ন দুআ ও জিকিরের মাধ্যমে করা হয়, তা সকল আলিমের ঐকমত্যে বৈধ। সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ

‘ঝাড়ফুককে কোনো সমস্যা নেই, যদি তাতে শিরক (জাতীয় কোনো কথাবার্তা ও কার্যক্রম) না থাকে।’^[১]

প্রেমের জাদুর লক্ষণসমূহ

- » সীমাত্রিক্ত ভালোবাসা ও প্রেম।
- » অধিক সহবাসে প্রচণ্ড আগ্রহ।
- » স্ত্রীকে ছাড়া থাকতে না পারা।
- » স্ত্রীকে দেখার জন্য উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা।
- » (সব বিষয়ে) স্ত্রীর অশ্ব আনুগত্য।

প্রেমের জাদু করার পদ্ধতি

অনেক সময় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হয়। কিন্তু তা দ্রুতই ঠিক হয়ে যায় এবং জীবন তার স্বাভাবিক গতিতে ফিরে আসে। এতৎসত্ত্বেও কিছু নারীর ধৈর্য কম। তারা স্বামীদের প্রিয় হতে জাদুকরদের জাদুর শরণাপন্ন হয়। এটি মূলত নারীদের দ্বীনদারিতার অভাব কিংবা দ্বীনের ব্যাপারে অজ্ঞতার কারণে হয়ে থাকে। তারা জানেই না, এ কাজ হারাম এবং শরিয়তে এর বৈধতা নেই। জাদুকরের কাছে যাওয়ার পর সে নারীর কাছে তার স্বামীর বুমাল, টুপি, পোশাক, অন্তর্বাস বা তার ব্যবহৃত কোনো জিনিস আনতে বলে। কারণ জাদু করার জন্য শর্ত হলো, তাতে সেই স্বামীর ঘামের গন্ধ বা দেহের কোনো নিদর্শন থাকা জরুরি। অর্থাৎ সেটি নতুন বা ধৌত কোনো কাপড় না হয়ে ব্যবহৃত কাপড় হতে হবে। তারপর জাদুকর সেই কাপড় থেকে কিছু সুতা বের করে (জাদুমন্ত্র পড়ে) তাতে ফুক দিয়ে গিঁট বাঁধে এবং

[১] সহিহ মুসলিম : ২২০০, প্রকাশনী : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিহিয়া, বৈরুত; সুনানু আবু দাউদ : ৩৮৮৬, প্রকাশনী : আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বৈরুত।

সেই নারীকে তা কোনো পরিত্যক্ত স্থানে পুঁতে রাখতে নির্দেশ দেয়।

আবার কখনো জাদুকর সে নারীর জন্য কিছু খাবার বা পানির ওপর জাদু করে। কোনো নাপাকির ওপর জাদু করলে সে জাদু বেশি মারাত্মক হয়। আর ঋতুস্রাবের রক্তের ওপর করলে আরও বেশি মারাত্মক হয়। অতঃপর নারীকে তা তার স্বামীর খাবার, পানীয় অথবা সুগন্ধিতে মিশিয়ে দিতে বলে। (সাধারণত এভাবেই প্রেমের জাদু করা হয়ে থাকে।)

প্রেমের জাদুর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

১. এ ধরনের জাদুর কারণে অনেক সময় স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমি একজন লোকের ব্যাপারে শুনেছি, যে এ কারণে তিন বছর পর্যন্ত অসুস্থ ছিল।

২. অনেক সময় জাদু পুরো উলটে গিয়ে বিপরীত প্রতিক্রিয়া করে থাকে। ফলে স্বামী তাকে ভালোবাসার পরিবর্তে ঘৃণা করতে শুরু করে। এটা মূলত কিছু জাদুকরের জাদুর নিয়মাবলি সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে হয়ে থাকে।

৩. অনেক সময় স্ত্রী তার স্বামীর জন্য (জাদুকরকে) দ্বৈত জাদু^[১] করার কথা বলে। এ ধরনের জাদুর উদ্দেশ্য থাকে, তার স্বামী যেন (দুনিয়ার) সকল নারীকে ঘৃণা করে, একমাত্র স্ত্রীকেই ভালোবাসে। এ ধরনের জাদুর কারণে স্বামী (যেমন নিজের মা, বোন, খালা, ফুফুসহ বিভিন্ন নারীকে ঘৃণা করে, তেমনই) তার স্ত্রীর মা, বোন, ফুফু, খালাসহ সকল মাহরাম নারীকে ঘৃণা করে।

৪. অনেক সময় দ্বৈত জাদু উলটে গিয়ে অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া করে। ফলে স্বামী সকল নারীকে ঘৃণা করার পাশাপাশি স্ত্রীকেও ঘৃণা করে। আমি এরকম একটি ঘটনার কথা জানি, যেখানে স্ত্রী এ ধরনের জাদু করার পর তার স্বামী তাকে এতটাই ঘৃণা করা শুরু করে যে, অবশেষে তাকে তালাকই দিয়ে দেয়। অতঃপর সে মহিলা পুনরায়

[১] দ্বৈত জাদু হলো যা একইসাথে বিপরীতমুখী দুটি কাজ করে। যেমন : ভালোবাসা ও ঘৃণা পরস্পর বিপরীতমুখী দুটি বৈশিষ্ট্য। সাধারণত মানুষ যেকোনো একটির জন্য জাদু করতে জাদুকরের কাছে যায়। কখনো কারও মাঝে ভালোবাসা তৈরির উদ্দেশ্যে, আবার কখনো-বা ঘৃণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। কিন্তু কোনো কোনো মানুষ জাদুকরের কাছে গিয়ে একইসাথে পরস্পরে বিপরীতমুখী দুটি বিষয়ে জাদু করার জন্য বলে থাকে। যেমন : কোনো নারী জাদুকরকে বলল, আমার জন্য এমন একটি জাদু করে দিন, যার কারণে আমার স্বামী আমাকে ভালোবাসবে, আর অন্য সকল নারীকে ঘৃণা করবে। এ ধরনের জাদুকে বলা হয় দ্বৈত জাদু, যা একইসাথে দুটি বিপরীত বৈশিষ্ট্যের জন্য কাজ করে। এ শ্রেণির জাদু বেশ ঝুঁকিপূর্ণ, যা অনেক সময় উদ্দেশ্যের বিপরীতে উলটো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে।—অনুবাদক

জাদুকরের কাছে যায়, যেন সে এ জাদুর প্রতিক্রিয়া নষ্ট করে ফেলে। কিন্তু তখন সে জানতে পারে, জাদুকর মারা গেছে। বস্তুত যে তার ভাইয়ের জন্য গর্ত খনন করে, তাতে সে নিজেই পতিত হয়।

প্রেমের জাদু করার কারণ

১. সুামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া-বিবাদ।

২. সুামীর সম্পদের লোভ; বিশেষত সুামী যদি ধনী হয়ে থাকে।

৩. সুামীর আরেকটি বিবাহ করার আশঙ্কা। অথচ শরিয়তে এটা সম্পূর্ণ বৈধ ও অনুমোদিত একটি বিষয়। এতে (সুামীর) কোনো ধরনের ত্রুটি বা কলঙ্কের কিছু নেই। কিন্তু এ যুগের নারীরা, বিশেষত যারা ঈমান-বিশ্বংসী মিডিয়ার (মিথ্যা তথ্য পরিবেশন ও ইসলামের বিধান নিয়ে অপপ্রচারের) দ্বারা প্রভাবিত, তাদের ধারণা হলো—কোনো সুামী যখন আরেকটি বিবাহ করতে চায়, তখন তার এ পদক্ষেপ এটা প্রমাণ করে যে, তার সুামী হয়তো তাকে ভালোবাসে না। কিন্তু এটি মারাত্মক একটি ভুল ধারণা। কেননা, প্রথম স্ত্রীকে যথারীতি ভালোবাসা সত্ত্বেও এখানে এমন আরও অনেক কারণ থাকতে পারে, যেন্ত্রীর ভিত্তিতে সে দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ বিবাহ করতে চাচ্ছে। যেমন : অধিক সন্তানের আগ্রহ, স্ত্রীর স্বত্বাভাব ও নিফাসের নিষিদ্ধ সময়ে সহবাসের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করতে না পারা, নির্দিষ্ট কোনো বংশ বা পরিবারের সাথে (বিবাহের মাধ্যমে) সম্পর্ক তৈরি করার ইচ্ছা। এসব ছাড়াও একাধিক বিবাহের আরও বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে।

প্রেমের জন্য হালাল জাদু^[১]

এ উপদেশ আমি মুসলিম নারীদের উদ্দেশে পেশ করছি। সেটি হলো, কোনো স্ত্রী চাইলে তার সুামীকে হালাল পদ্ধতিতে জাদু করতে পারে। যেমন : সুামীর জন্য

[১] এখানে জাদু বলতে পারিভাষিক জাদু উদ্দেশ্য নয়। কেননা, পারিভাষিক জাদুর মধ্যে হালাল ও হারামের কোনো প্রকারভেদ নেই। সেখানে তো সবই হারাম; বরং কুফর-শিরকে পরিপূর্ণ। গ্রন্থকার এখানে আভিধানিক অর্থে ‘হালাল জাদু’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এখানে উদ্দেশ্য হলো, নিজের সুামীর সন্তুষ্টির জন্য এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা, যা জাদুর মতোই বিশ্বাসকরভাবে কাজ করে। সুতরাং কুফরি জাদুর আশ্রয় না নিয়ে শরিয়তের নির্দেশনা অনুসরণ করে স্ত্রী যদি সুামীর জন্য সাধ্যমতো সাজসজ্জা করে এবং সকল বৈধ বিষয়ে তার আনুগত্য করে, তাহলে এটিই সুামীর ভালোবাসা অর্জনে জাদুর মতো; বরং তার চেয়েও অধিক কাজ করে।—অনুবাদক

কল্পনার জাদু নষ্ট করার বাস্তব ঘটনা

কোনো এক গ্রামে একজন জাদুকর ছিল। সে লোকদের সামনে তার দক্ষতা ও নিপুণতা প্রদর্শন করত। এর জন্য সে কুরআন মাজিদের একটি কপি নিয়ে আসত। তারপর তা সুতায় বেঁধে সূরা ইয়াসিনের অংশের সাথে সংযুক্ত করে দিত। সুতাটি বাঁধত একটা চাবির সাথে। এরপর কুরআন মাজিদের কপিটি উঁচু করে সেটিকে তার সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখত। এসব শেষ হলে সে জাদুমন্ত্র পাঠ করে কুরআনের কপিটিকে উদ্দেশ্য করে বলত, ডানদিকে ঘোরো। তখন সেটি চমৎকার দ্রুততার সাথে ডানদিকে ঘুরে যেত। এরপর বলত, বামদিকে ঘোরো। তখন আবার চমৎকার দ্রুততার সাথে আগের অবস্থায় ফিরে এসে পুনরায় বামদিকে ঘুরে যেত। অথচ সে এটার জন্য একবারও তার হাত নাড়াত না। লোকেরা এই দৃশ্য অনেকবার প্রত্যক্ষ করেছে। এমনকি একপর্যায়ে তারা ফিতনায় পতিত হতে যাচ্ছিল। বিশেষত যখন সে এমন কর্মকাণ্ড সৃষ্টি কুরআনের সাথে ঘটচ্ছিল। কেননা, সাধারণ মানুষের মধ্যে বহুল প্রচলিত ধারণা হলো, শয়তান কুরআন স্পর্শ করতে পারে না।

আমি তখন উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করি। যখন এই ঘটনা শুনতে পেলাম, সঙ্গে সঙ্গে এক যুবককে সাথে নিয়ে সেখানে গিয়ে জনসম্মুখে সরাসরি তাকে চ্যালেঞ্জ করে বললাম, পারলে সে আমার সামনে এটা করে দেখাক। লোকেরা আমার চ্যালেঞ্জ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। কেননা, তারা এটা অনেকবার সূচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে। যাইহোক, সেই জাদুকর তৎক্ষণাৎ কুরআন মাজিদের একটি কপি ও সুতা নিয়ে এল। অতঃপর কুরআন মাজিদকে সূরা ইয়াসিনের অংশের সাথে সংযুক্ত করে তা চাবির সাথে ঝুলিয়ে দিলো এবং চাবিটি তার হাতে ধরে রাখল। এটা দেখে আমি আমার সঙ্গী যুবককে ডেকে বললাম, তুমি মজলিসের অপর পাশে গিয়ে বসে (মনে মনে) বারংবার আয়াতুল কুরসি পড়তে থাকো। আর এদিকে আমিও বিপরীত পাশে বসে মনে মনে আয়াতুল কুরসি পড়তে লাগলাম। উপস্থিত জনতা সবাই (কৌতূহল নিয়ে) পুরো ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিল। অতঃপর জাদুকর তার জাদুমন্ত্র পাঠ শেষ করে কুরআন মাজিদের উদ্দেশ্যে বলল, ডানদিকে ঘোরো। কিন্তু এবার কুরআনের কপিটি কোনো নড়াচড়া করল না। সে তখন আবারও জাদুমন্ত্র পাঠ করে বলল, বামদিকে ঘোরো। এবারও (তার কথামতো) কুরআনের কপিটি কোনো দিকে নড়ল না। (আয়াতুল কুরসি পড়ার কারণে তার জাদু ব্যর্থ হয়ে গেল।) আর এভাবেই আল্লাহ তাআলা তাকে জনসম্মুখে লাঞ্চিত ও অপদস্থ করলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۖ

‘আর নিশ্চয় আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন, যে আল্লাহকে (অর্থাৎ তাঁর দ্বীনকে) সাহায্য করে।’^[১]

এতে লোকদের নিকট সেই জাদুকরের সকল প্রভাব-প্রতিপত্তি নষ্ট হয়ে গেল। অতএব, সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য। তিনিই আমাদের আস্থার জায়গা এবং তাঁর ওপরই আমাদের সকল ভরসা।



[১] সূরা হজ্জ, আয়াত : ৪০